বাগ্‌ধারা

বাগ্‌ধারা

যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দিয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ পায় তাকে বাগধারা বলে। যেমন: ‘গোবরগণেশ, বিড়ালতপস্বী, গোবরে পদ্মফুল, ঘোড়ার ডিম।

বিভিন্ন বিসিএস এর প্রশ্ন

- কোনটি বাগধারা বোঝায়? চৈত্র সংক্রান্তি, পৌষ সংক্রান্তি, শিরে সংক্রান্তি, শিব সংক্রান্তি? -৩৭ বিসিএস
- শরতের শিশির বাগধারাটির অর্থ কী? -৪০ বিসিএস
- শিবরাত্রির সলতে শব্দের অর্থ? -৪০ বিসিএস
- গড্ডলিকা প্রবাহ বাগধারায় গড্ডল শব্দের অর্থ কী? - ৪৩ বিসিএস

দুর্লভ বস্তু

আকাশের চাঁদ

অমাবস্যার চাঁদ

বাঘের দুধ

বাঘের চোখ

আলেয়ার আলো

আলেয়া এক ধরনের বায়ুমণ্ডলীয় ভৌতিক আলো যা রাতের অন্ধকারে জলাভূমিতে বা খোলা প্রান্তরে দেখা যায়।[১][২][৩] মাটি থেকে একটু উঁচুতে আগুনের শিখা জ্বলতে থাকে। ইংরেজি এবং মার্কিন লোককাহিনীতে একে **will-o'-the-wisp** বলে।
আলেয়া সৃষ্টি নিয়ে নানা মত রয়েছে। লোককথায় একে ভৌতিক আখ্যা দেওয়া হলেও বিজ্ঞানীরা মনে করেন গাছপালা পচনের ফলে যে মার্শ গ্যাসের সৃষ্টি হয় তা থেকে আলেয়ার উৎপত্তি।

উভয় সংকট

শাঁখের করাত

করাতের দাঁত

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ

শ্যাম রাখি না কুল রাখি

সাপের ছুঁচো গেলা

দুই নৌকায় পা

সুসময়ের বন্ধু

দুধের মাছি

বসন্তের কোকিল ✓

সুখের পায়রা ✓

লক্ষ্মীর বরযাত্রী ✓

অসম্ভব বস্তু

- কাঁঠালের আমসত্ত্ব
- আকাশ কুসুম
- ব্যাঙের সর্দি
- ঘোড়ার ডিম
- কুমিরের সন্নিপাত
- সোনার পাথরবাটি
- পশ্চিম দিকে সূর্য ওঠা

অপদার্থ

অকালকুষ্মাণ্ড, বুদ্ধির ঢেঁকি, আমড়া কাঠের ঢেঁকি, গোবর গণেশ, কচুবনের কালাচাঁদ, ঠুটো জগন্নাথ, ঘটিরাম, ষাঁড়ের গোবর, ঢেঁকির কুমির, ঢেঁকি অবতার, কুমড়ো কাঁটা

ভীষণ শত্রুতা

আদায় কাঁচকলায়

অহি নকুল

সাপে নেউলে

দা-কুমড়া

সুন্দর মিলন

মণিকাঞ্চন যোগ

সোনায় সোহাগা

আম দুধে মেশা

কাল্পনিক বস্তু

দিবা স্বপ্ন

আকাশ কুসুম

হতভাগ্য/মন্দভাগ্য

- ইঁদুর কপালে, আট কপালে, কপাল পোড়া, অষ্টকপাল, হাড় হাভাতে।

অত্যন্ত অলস

গোঁফ খেজুরে, পিপুফিশু, গদাই লশকরির চাল, অজগর বৃত্তি, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, আঠারো মাসে বছর, চিনির পুতুল, ননীর পুতুল, কুঁড়ের বাদশা।

তোষামুদে

খয়ের খাঁ, ধামাধরা, ঢাকের কাঁঠি, আমড়া গাছি করা, তেল মাখা, টুপি পরানো, জল উঁচু জল নিচু

বিশৃঙ্খলা

- হ-য-ব-র-ল,
- জগা খিচুড়ি
- লঙ্কা কাণ্ড,
- নয়- ছয়, তুর্কি নাচন, আধা খেচঁড়া।

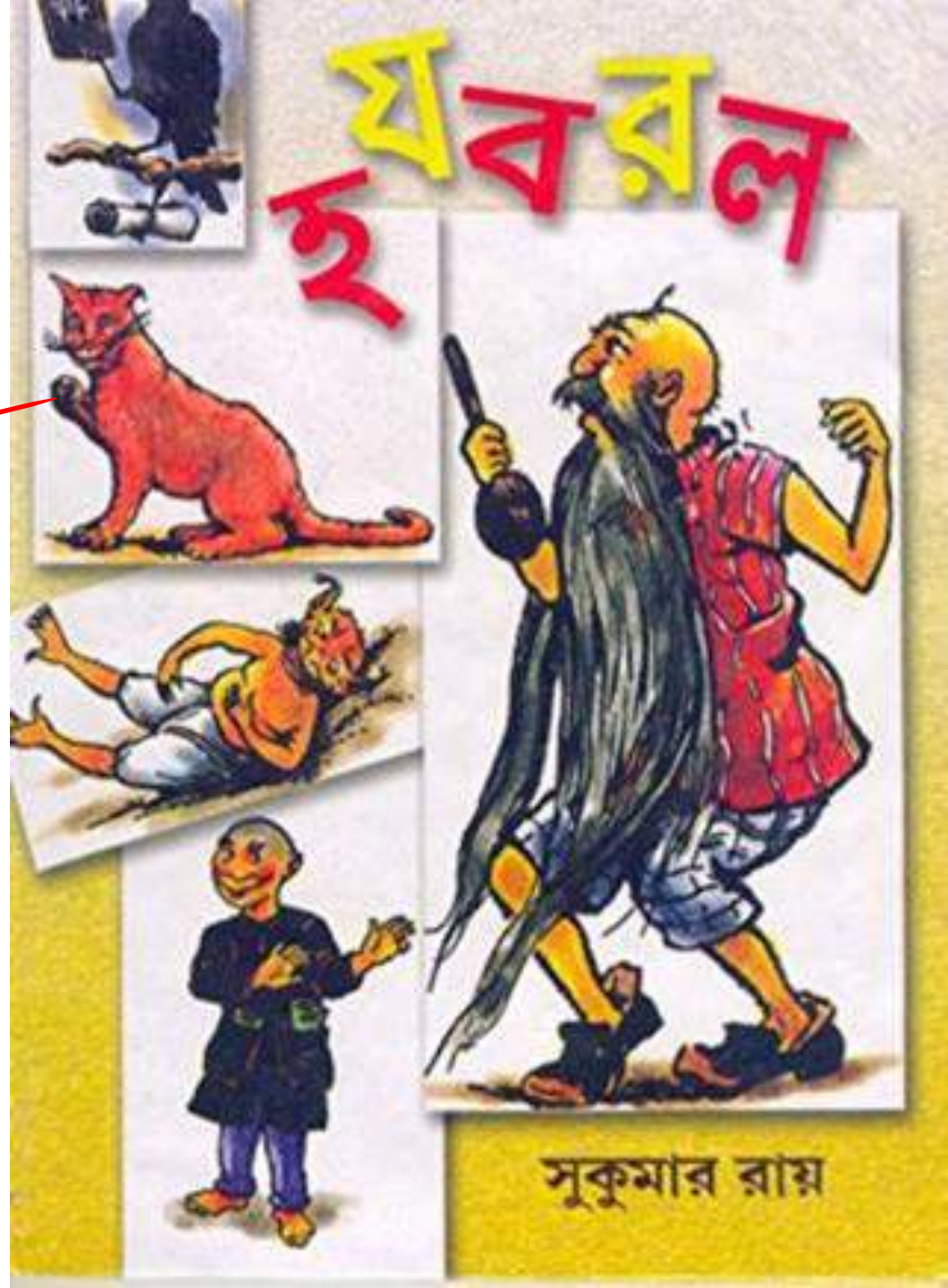

PZA

ক্ষণস্থায়ী

- তাসের ঘর, বালির বাঁধ, পদ্ম পাতার জল, ভালুক জ্বর, শরতের শিশির, জলের দাগ, জলের আলপনা

মারা যাওয়া

অগ্যস্ত যাত্রা, পটোল তোলা, পঞ্চত্ব প্রাপ্তি, অক্কা পাওয়া, অনন্তশয্যা ।

সৌভাগ্য

- একাদশে বৃহস্পতি,
- কপাল ফেরা, চাঁদ কপাল,
- কড়ি কপালে, জোর

  কপাল, লগন কপাল।

বিসিএস ক্যাডার

অপব্যয়

- ভস্মে ঘি ঢালা, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, হরিলুট, অন্ন ধ্বংস করা, নয়-ছয়, উড়ন পোকা, দুধে-ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা।

ভণ্ড সাধু

- বক ধার্মিক, বিড়াল তপস্বী, তুলসী বনের বাঘ, ভেজা বিড়াল, বর্ণচোরা।

নির্লজ্জ বা বেহায়া

কানকাটা, দুকানকাটা,

লেজকাটা, চশমখোর,

বিড়ালের আড়াই পা।

নির্বোধ বা বোকা

গোবর গণেশ, নিরেট মূর্খ, অঘাচণ্ডী, অঘারাম, গোমূর্খ, হস্তীমূর্খ।

অকটবিকট করা, খাবি খাওয়া, আকুপাকু করা।

ছটফট করা

একমাত্র সম্বল

- অন্ধের যষ্টি, অন্ধের নড়ি

একমাত্র সন্তান

শিবরাত্রির সলতে, সবে
ধন নীলমণি

শিবরাত্রির সলতে

একমাত্র সন্তান বা বংশধর

ঢাকের কাঠি

- মোসাহেব
- চাটুকার
- তোষামুদে

গাছপাথর

হিসাব-নিকাশ

নিরানব্বইয়ের ধাক্কা

সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি

ব্যাঙের সর্দি

অসম্ভব ঘটনা

ভুশুন্ডি কাক

দীর্ঘজীবী ব্যক্তি

গোঁফ খেজুরে

অত্যন্ত অলস বা কুঁড়ে

বিড়াল তপস্বী

কপট ব্যক্তি

অর্ধচন্দ্র

গলাধাক্কা দেওয়া

বক ধার্মিক

কপট সাধু বা ভদ্রবেশী-অভদ্র

ভিজে বিড়াল

দেখতে নিরীহ

কিন্তু আসলে

ধড়িবাজ

অমাবস্যার চাঁদ

দুর্লভ বা

অদর্শনীয়

কেউকেটা

তুচ্ছ বা নগণ্য

গড্ডলিকা প্রবাহ বা ভেড়ার পাল

অপরকে অন্ধ অনুসরণ বা গতানুগতিক

গৌরচন্দ্রিকা

ভূমিকা বা ভণিতা

কালেভদ্রে

কদাচিৎ বা খুব কম সময়ে

অকালকুষ্মাণ্ড

কাণ্ডজ্ঞানহীন বা বিষয়জ্ঞানশূন্য

পাণ্ডুর পত্নী কুন্তী ও ধর্মের মিলনে যুধিষ্ঠির, বায়ুর সঙ্গে মিলনে ভীম, ইন্দ্রের সঙ্গে মিলনে অর্জুন এবং পাণ্ডুর দ্বিতীয়া স্ত্রী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্ম নিলে পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গর্ভবতী গান্ধারী প্রচণ্ড ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। গর্ভধারণের দুই বছর পার হলেও গান্ধারীর কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছিল না। এ অবস্থায় তিনি রাগে ও ক্ষোভে নিজেই নিজের গর্ভপাত ঘটিয়ে ফেলেন। গর্ভপাতের ফলে কুমড়া বা কুষ্মাণ্ড আকৃতির একটি মাংসপিণ্ড অকালে নির্গত হয়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, গান্ধারী অকালে একটা কুষ্মাণ্ড প্রসব করেছেন। এ অকালকুষ্মাণ্ড থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্য দায়ী দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখসহ কুলবিনাশী শতপুত্রের জন্ম হয়। বস্তুত মহাভারতের এই কাহিনির অনুষঙ্গে বাংলা শব্দসম্ভারে অকালকুষ্মাণ্ড শব্দের প্রবেশ।

অকালকুষ্মাণ্ড

কাণ্ডজ্ঞানহীন বা বিষয়জ্ঞানশূন্য

থক্কা প্রাওয়া

মারা যাওয়া

আষাঢ়ে গল্প

আজগুবি গল্প বা
গাজাখুরি গল্প বা
উদ্ভট কাহিনি

ধুর! এত পড়বে কে! না পড়েই বিসিএস ক্যাডার হমু।

উত্তম-মধ্যম

প্রহার বা পিটুনি

অহিনকুল

চিরশত্রুতা বা

চিরস্থায়ী শত্রুতা

আক্কেল গুড়ুম

হতবুদ্ধি হওয়া বা
কিংকর্তব্যবিমুঢ়

আটপ্রহর

সারা দিনরাত

ইতর বিশেষ

পার্থক্য।

পার্থক্য অপশনে না থাকলে

অভদ্র বা অসভ্য বা অশ্লীল

পঞ্চত্ব প্রাপ্তি

মৃত্যু বা মরে যাওয়া

পটোল তোলা

মরে যাওয়া

•ফলবান পটোল (পটল) গাছের সমগ্র পটোল একসাথে তোলা হলে পটোল গাছটির মৃত্যু হয়; তাই পটোল তোলার মানে মৃত্যু।

•চোখের অপর নাম অক্ষিপটল - মৃত্যু হলে চোখ বা অক্ষিপটল উপরের দিকে উল্টে যায়; তাই পটল তোলা দ্বারা মৃত্যুকে বুঝায়।

•মৃত ব্যক্তির পট বা পরিধেয় বস্ত্র তুলে রাখতে হয়; সেই পট তোলা কালক্রমে পটল তোলা হয়েছে।

পোয়াবারো

সম্পূর্ণ অনুকূল বা পরম সৌভাগ্য

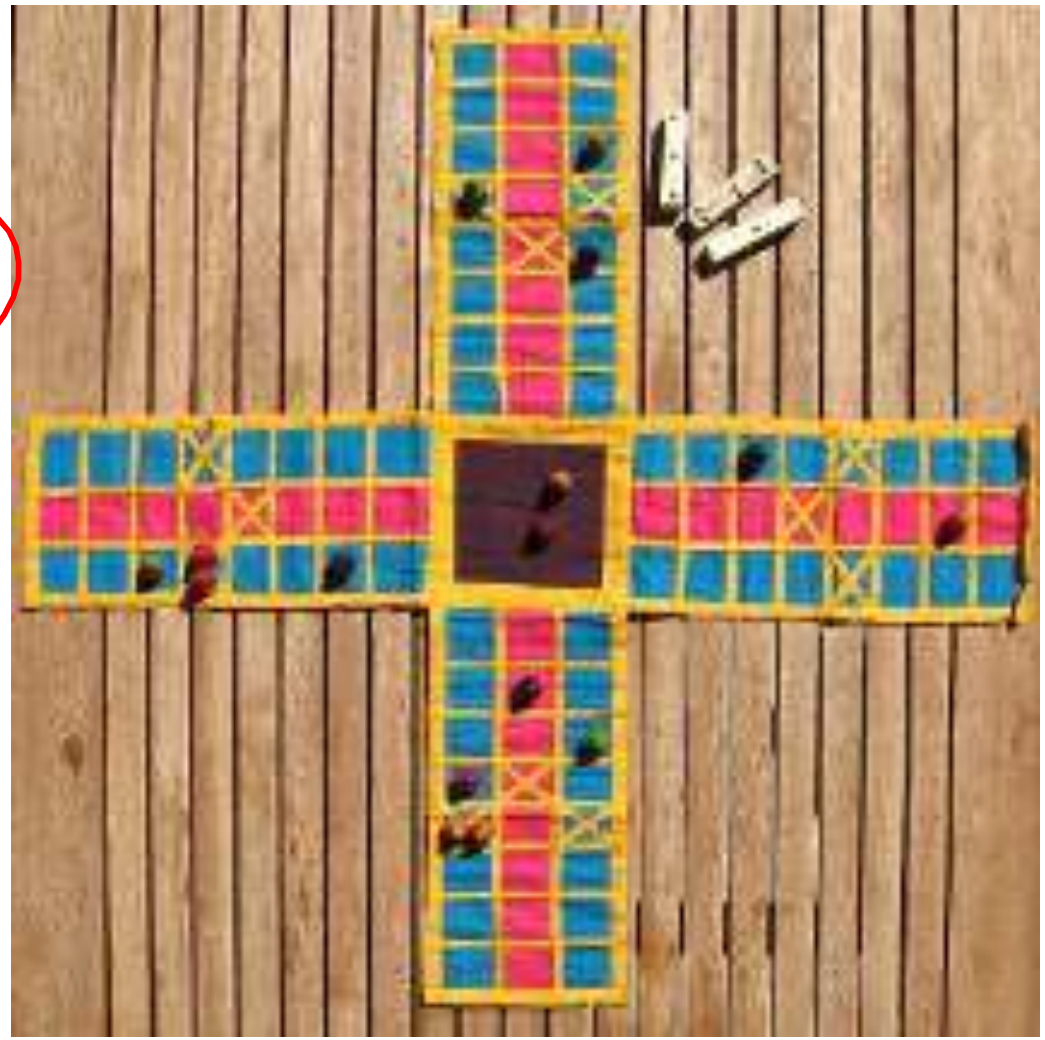

রসাতল যাওয়া বা নামা

অধঃপাত বা

ধ্বংস বা বিনাশ

হাতের পাঁচ

শেষ সম্বল

ভরাডুবি

সর্বনাশ বা পতন

শাঁখের করাত

উভয় সংকট

ষাড়

স্বেচ্ছাচারী

জগদ্দল পাথর

গুরুভার বা

অতিশয় ভারি

খয়ের খাঁ

চাটুকার

কৈ মাছের প্রাণ

যা সহজে

মরে না

আকাশ ভেঙে পড়া

ভীষণ বিপদ

আমড়া কাঠের ঢেঁকি

অপদার্থ

আঠারো মাসে বছর

- দীর্ঘসূত্রিতা

অরণ্য রোদন

নিষ্ফল আবেদন

ফপর দালালি

- গায়ে পড়ে মাতব্বরি

আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া

- দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তি

গদাই লশকরি চাল

অতি মন্থর গতি

এলাহি কান্ড

বিরাট ব্যাপার

লেফাফাদুরস্ত

বাইরের সজ্জায়
আচরণে বা
আদবকায়দায় নিখুঁত

হট্টগোল

গোলমাল বা হইচই

হযবরল

বিশৃঙ্খলা বা
গোঁজামিল

ষোলো কলা

সম্পূর্ণ

শুক্লপক্ষীয় কলা		
কলা সংখ্যা	নাম	দেবতা
প্রথমা কলা	পূষা	অগ্নি
দ্বিতীয় কলা	যশা	সূর্য
তৃতীয় কলা	সুমনসা	বিশ্বদেবগণ
চতুর্থ কলা	রতি	বরুণ
পঞ্চমী কলা	প্রাপ্তি	বষট্কার
ষষ্ঠী কলা	ধৃতি	ইন্দ্র
সপ্তমী কলা	ঋদ্ধি	দৈবীয় ঋষিগণ
অষ্টমী কলা	সৌম্যা	বিষ্ণু

কৃষ্ণপক্ষীয় কলা		
কলা সংখ্যা	নাম	দেবতা
নবমী কলা	মরীচি	যম
দশমী কলা	অংশুমালিনী	বায়ু
একাদশী কলা	অঙ্গিরা	উমা
দ্বাদশী কলা	শশিনী	অগ্নিষাত্তাগণ
ত্রয়োদশী কলা	ছায়া	কুবের
চতুর্দশী কলা	সম্পূর্ণমণ্ডলা	শিব
পঞ্চদশী কলা	তুষ্টি	ব্রহ্মা
ষোড়শী কলা	অমৃতা	জল

কলকে পাওয়া

পাত্তা পাওয়া

ছকড়া নকড়া

অপব্যয় বা অবহেলা

ঢাক পেটানো

- প্রচার করা বা সর্বসাধারণের গোচরে আনা

ভস্মে ঘি ঢালা

অসময়ে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করা

কড়ায়

গন্ডায়

পুরোপুরি

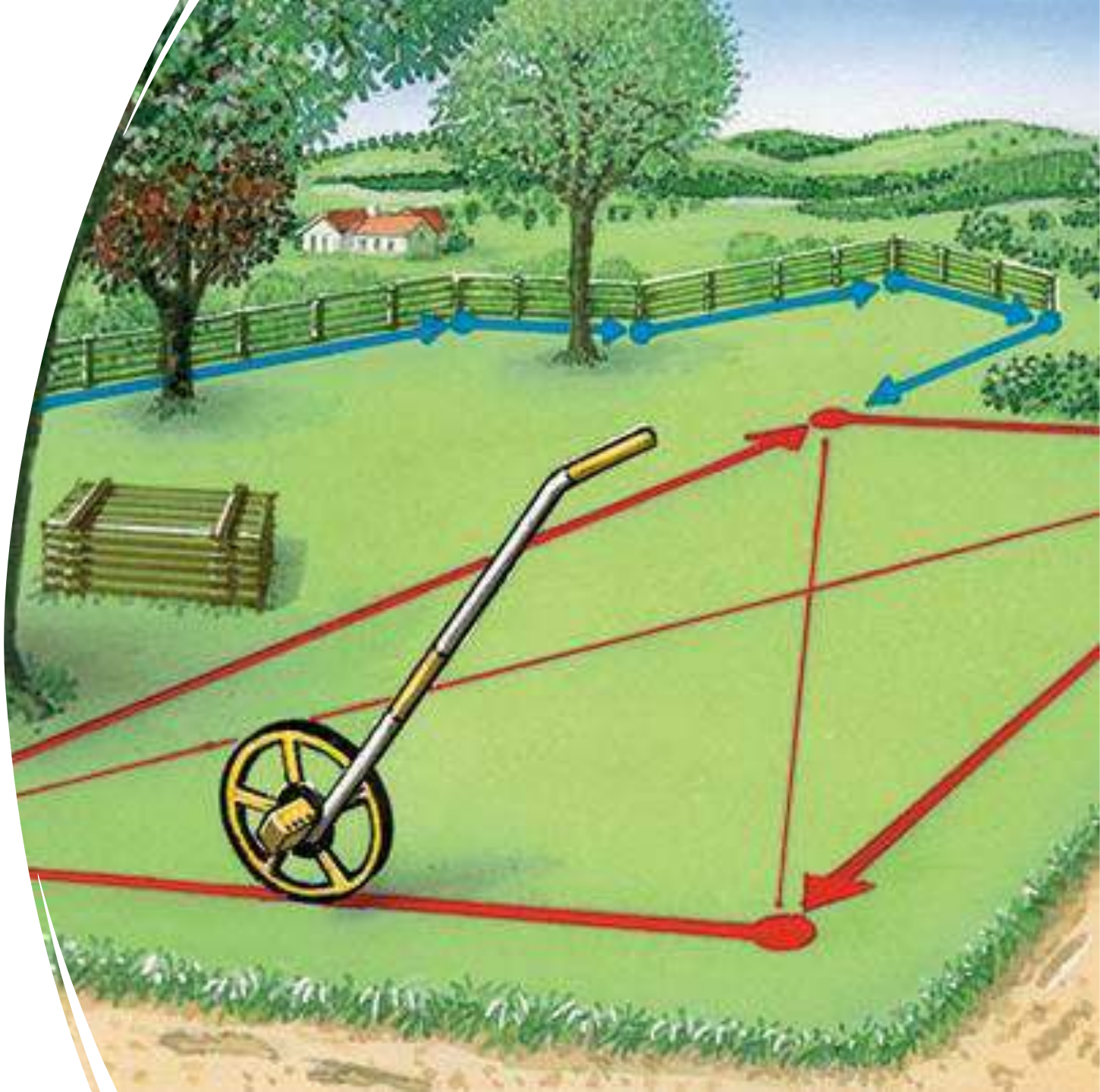

ভীমরতি ধরা

কান্ডজ্ঞানহীনতা

সস্তার তিন অবস্থা

ত্রুটিপূর্ণ বা ক্ষণস্থায়ী বা অকার্যকর

ষাঁড়ের গোবর

অকেজো বা অকর্মণ্য মানুষ

অগ্নীপরীক্ষা

কঠিন পরীক্ষা বা ভয়াবহ সমস্যা

ইলশেগুঁড়ি

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি

গোবেচারা

- নিরীহ বা শান্তশিষ্ট বা নির্বিবোধ ভালো মানুষ

নখদর্পন

পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান

শাপে বর

- অনিষ্টে ইষ্ট

সাধন

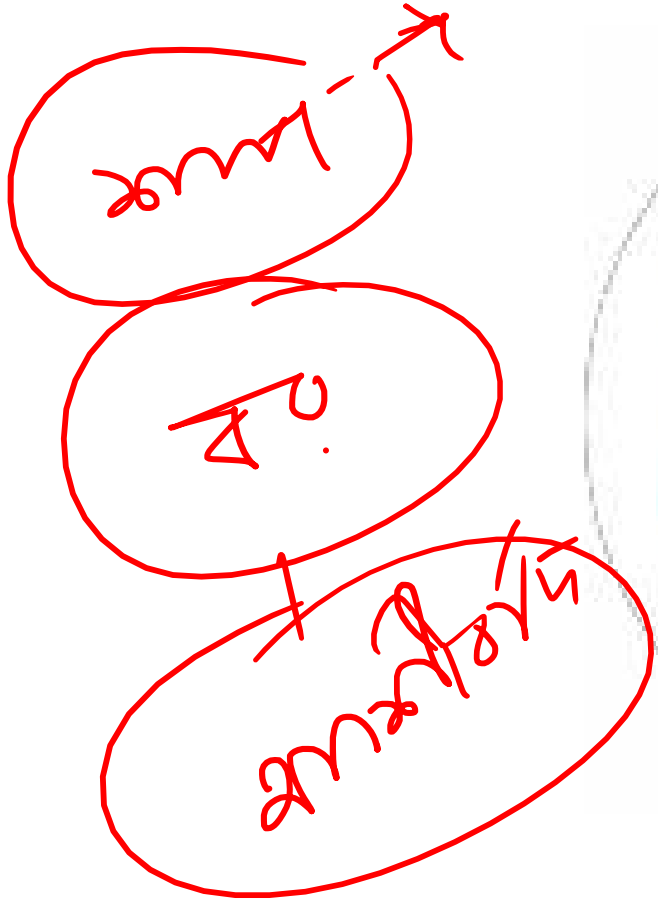

বকলম

নিরক্ষর বা জ্ঞানহীন

বাজখাঁই

- অতিশয় গম্ভীর ও কর্কশ গলা বা কণ্ঠস্বর

বাজখাঁই

বাজখাঁই শব্দের অর্থ গম্ভীর ও কর্কশ গলা বা কণ্ঠস্বর। কিন্তু এর বুৎপত্তিগত ইতিহাস অন্যরকম- বাজবাহাদুর খাঁর গম্ভীর ও চড়া গলা। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে মালব প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন বাজবাহাদুর খাঁ । গীতবাদ্যে তাঁর অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। রাজকার্য অবহেলা করে তিনি সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি কাজে অধিক সম য় ব্যস্ত থাকতেন। বাজবাহাদুর খাঁ ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে একবার এবং ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আর

একবার সম্রাট আকবরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। অবশ্য দুই বারই তিনি হেরেছেন। শেষ জীবনে তিনি সম্রাট আকবরের দরবারে সংগীত-সাধক হিসেবে স্থান পান।

বাজবাহাদুরের কণ্ঠ ছিল যেমন চড়া তেমন গম্ভীর। তার এ চড়া ও গম্ভীর গলা থেকে বাংলা /বাজখাঁই/ শব্দের উৎপ ত্তিও বিকাশ।

শিকেয় তোলা

- ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া

মান্ধাতার আমল বা কাল

অতি প্রাচীনকাল বা প্রাগৈতিহাসিক যুগ

কুরুক্ষেত্র কান্ড

ভীষণ ঝগড়া বা তুমুল কান্ড

ঘড়েল লোক

ফন্দিবাজ বা কুচক্রী বা ধুরন্ধর

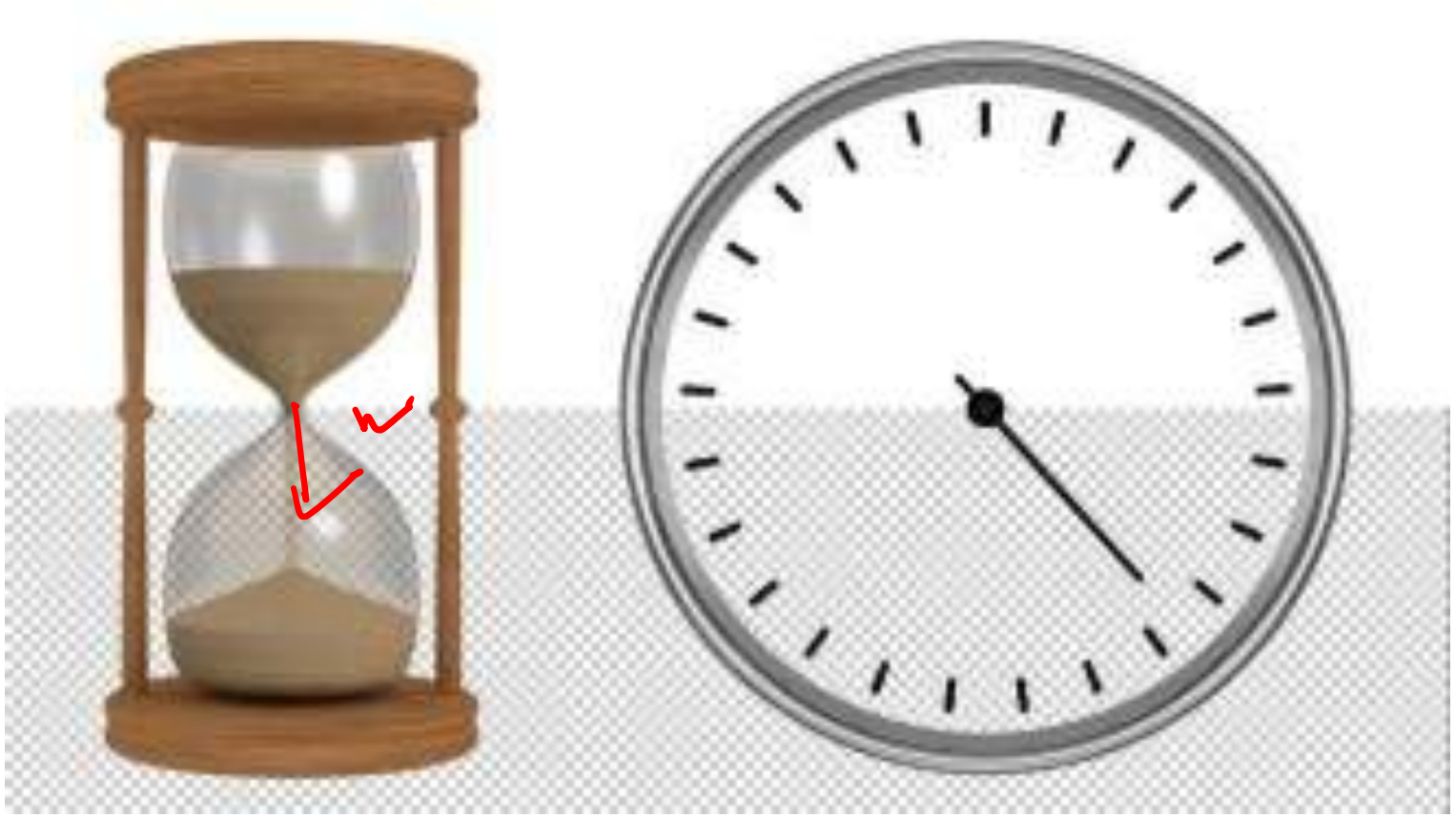

তোগলকি কাণ্ড বা আমল

সৃষ্টিছাড়া বা পরিকল্পনাহীন

অন্ধের যষ্টি

একমাত্র অবলম্বন

আদা জল খেয়ে লাগা

প্রাণপণ চেষ্টা করা

গোবরে পদ্মফুল

নীচ বংশে মহতের জন্ম

উনপাঁজুরে

দুর্বল, অপদার্থ

ধর্মের ষাঁড়

যথেচ্ছাচারী

বায়ু

পাগলামি

পিপুফিশু

অত্যন্ত অলস বা কুঁড়ে

অতি দর্পে হত লঙ্কা

অহংকারে পতন

চক্ষুদান করা

চুরি করা

ডুমুরের ফুল

অদৃশ্য বস্তু

ডাকাবুকো

- নির্ভীক

কুম্ভকর্ণের ঘুম বা নিদ্রা

- দীর্ঘদিনের আলস্য

বিশৃঙ্খলা

জগা খিচুড়ি

কলুর বলদ

একটানা খাটুনি

আত্মসাৎ করা বা দখল করে নেওয়া

কুক্ষিগত করা

পোঁ ধরা

তোষামোদ করা

জী স্যার
হ্যা স্যার
ঠিক আছে স্যার
হবে স্যার..
জী আপনার..!
আপনি স্যার....!
জী স্যার
হ্যা স্যার
জী স্যার
জী স্যার হ্যা স্যার জী স্যার

আদায় কাঁচকলায়

শত্রুতাভাবাপন্ন

ছত্রভঙ্গ করা

- সারিভাঙা বা দলের বিশৃঙ্খলা বা এলোমেলো

ছেঁদো কথা

- সাজানো বা কপট বা তুচ্ছ বা মূল্যহীন

টনক নড়া

হুঁশ হওয়া বা খেয়াল হওয়া

টানাপোড়েন

সংকটের মধ্যে থাকা

টেক্কা মারা বা দেওয়া

অতিক্রম করা বা ছাড়িয়ে যাওয়া

বা টক্কর দেওয়া বা পাল্লা দেওয়া

ঢুঁ-মারা

খোঁজখবর নেয়া

ঢুঁ-মারা’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ খোঁজখবর নেওয়া। কোনরূপ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কোথাও যাওয়া প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা যায় : কোনও কাজ ছিল না, তবু বাজারে একটু ঢঁ-মেরে এলাম। ঢুষ মারা থেকে ঢুঁ-মারা বাগ্‌ভঙ্গির উৎপত্তি। এটাকে গুঁতো মারাও বলা যায়। এবার ঢুষ কে মারে দেখা যাক। গরু-ছাগল, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু প্রায়শ সুযোগ পেলেই কোনরূপ ইশারা-ঈঙ্গিত ছাড়াই হঠাৎ ঢুষ মেরে বসে। গৃহপালিত পশুর ঢুষ মারার কোনও উদ্দেশ্য আসলে থাকে না। ইচ্ছে হলো এবং সুযোগ পেল ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে একটা মেরে দিল- এ আর কী! এরূপ ‘ঢুষ মারা’ মূলত গৃহপালিত পশুর ক্ষণিকের আনন্দ। অন্যকে ঢুষ খেতে দেখলে অনেকে আনন্দ পায়। মানুষ যখন গরু-ছাগলের ‘ঢুষ মারার’ মতো উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোথাও যায় কিংবা ঘুরে-বেড়ায় তখন তাকে বলা হয় ঢুঁ-মারা। গরু-ছাগলের শিং আছে, মহিষেরও শিং আছে। তাই তাদের ঢুষে চন্দ্রবিন্দু নেই। কিন্তু মানুষের যেহেতু শিং নেই এবং কপালে শিং লাগানোরও কোনও সুযোগ নেই তাই বাধ্য হয়ে ঢুঁ-মারা বাগ্‌ঙ্গিতে চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে গরুছাগলের উদ্দেশ্যবিহীন কাজটাকে আরও সার্থক ও একনিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে।

টিপ্পনী কাটা বা দেওয়া

- ফোড়ন কাটা বা বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা

তন্নতন্ন করে খোঁজা

- পুঙ্খানুপুঙ্খ, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে

আঙুল ফুলে কলাগাছ

- হঠাৎ বড়োলোক হওয়া

অগাধ জলের মাছ

- সুচতুর ব্যক্তি

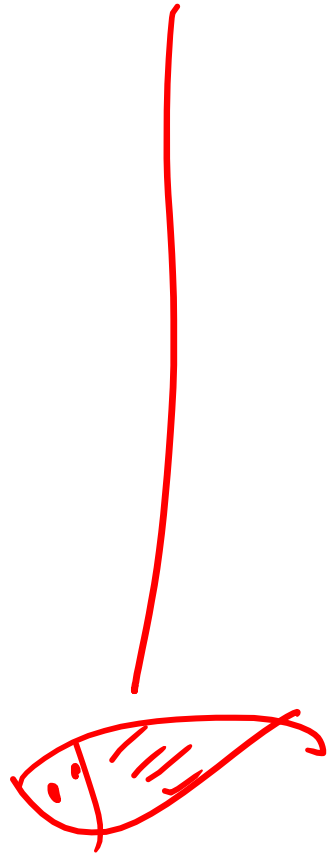

রাশভারী

- গম্ভীর প্রকৃতি, মেজাজি

লালবাতি জ্বলা

ব্যবসায়ে ফেল মারা

শিরোপা জেতা

- পুরস্কার, খেতাব

ভণিতা করা

- দীর্ঘ মুখবন্ধ, ভূমিকা

ষড়যন্ত্র করা

- চক্রান্ত, কূটকৌশল

কড়ি কাঠ গোনা

- সময়ক্ষেপণ বা কিছুই না করা

লঙ্কাকাণ্ড

তুমুল কাণ্ড

কথার তুবড়ি

অনর্গল কথা বলা

আলালের ঘরে দুলাল

- অতি আদরের নষ্ট পুত্র

গোধূলি বেলা

সন্ধ্যেবেলা

অকালবোধন

অসময়ে কাজ আরম্ভ করা

কংস মামার আদর

- কৃত্রিম ভালোবাসা

কূপমণ্ডুক

- সীমাবদ্ধ জ্ঞান, সংকীর্ণমনা

খই ফোটা

- অনর্গল অতিদ্রুত কথা বলা

গলগ্রহ

- অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভার নেওয়া

পুকুরচুরি

- সর্বনাশ

ফোড়ন কাটা বা দেওয়া

- কথার মধ্যে টিপ্পনী কাটা

অ

- অন্নজল ওঠা- আয়ু বা সময় শেষ হওয়া
- অষ্টমঙ্গলা- আনন্দের রেশ থাকাবস্থা
- অকটবিকট – ছটফটানি
- অকড়িয়া- ধনহীন
- অকালকুসুম- অসময়ের ফুল
- অকালপক্ক – ইঁচড়ে পাকা
- অকাল বোধন - অসময়ে আবির্ভাব
- অগত্যা মধুসূদন - অনন্যোপায় হয়ে

অ

- অগস্ত্য যাত্রা - শেষ বিদায়
- অঙ্কুশ-তাড়না – অন্তর্গত আঘাত
- অজগর বৃত্তি – আলসেমি
- অঞ্চলপ্রভাব – স্ত্রীর প্রভাব
- অনন্তশয্যা - শেষ শয্যা
- অন্ধিসন্ধি – ফাঁকফোকর
- অপোগণ্ড - অকর্মণ্য/ অপ্রাপ্ত বয়স্ক
- অবরে সবরে - কালে-ভদ্রে

অ

- অশ্বমেধ যজ্ঞ – বিপুল আয়োজন
- অষ্ট বা আট কপাল- হতভাগ্য
- অষ্টরম্ভা- কাঁচকলা বা ফাঁকি
- অসূর্যম্পশ্যা - গৃহে অন্তরীণ
- অস্থির পঞ্চক, অস্থির পঞ্চম – কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা
- অক্ষরে অক্ষরে- সম্পূর্ণভাবে
- অ আ ক খ - প্রাথমিক জ্ঞান
- অকালের বাদলা - অপ্রত্যাশিত বাধা

অ

- অক্ষয় বট- প্রাচীন ব্যক্তি
- অগ্নিশর্মা- ক্ষিপ্ত
- অঙ্গ জল হওয়া- শীতল
- অদৃষ্টের পরিহাস – ভাগ্যের বিড়ম্বনা
- অন্তর টিপুনি – গোপন ইশারা
- অতি চালাকের গলায় দড়ি - বেশি চালাকির অশুভ পরিণাম
- অষ্টবজ্র সম্মিলন – প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একত্র সমাবেশ
- অঘাকান্ত/অঘাচণ্ডী/অঘারাম – নির্বোধ, নিরেট বোকা

অ

- অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া – পুরাপুরি আন্দাজে কাজ করা
- অথৈ জল – ভীষণ বিপদ
- অনুরোধে ঢেঁকি গেলা- পরের অনুরোধে কঠিন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ

আ

- ০১. আগড়ম বাগড়ম – অর্থহীন কথা
- ০২. আচাভুয়ার বোম্বাচাক- অসম্ভব ব্যাপার
- ০৩. আমড়া গাছি করা- অযথা প্রশংসা করা
- ০৪. আকাশ ধরা – বৃষ্টি বন্ধ হওয়া
- ০৫. আকাশে থুতু ফেলা – নিজেরই ক্ষতি করা
- ০৬. আক্কেলমন্ত, আক্কেলমন্দ – বিবেচনা করে এমন
- ০৭. আখাম্বা- বেখাপ্পা
- ০৮. আটখান করা, আটখানা করা – টুকরো টুকরো করা

আ

- ০৯. আটাশে ছেলে – দুর্বল ছেলে
- ১০. আঠারো আনা – বাড়াবাড়ি
- ১১. আড়ং ঘাটা – খেয়াঘাট
- ১২. আতান্তরে পড়া – বিপদে পড়া
- ১৩. আতারি কাতারি – ছটফটে ভাব
- ১৪. আদমের কাল – সুপ্রাচীন কাল
- ১৫. আদার ব্যাপারি - সাধারণ লোক
- ১৬. আদাড়ের হাঁড়ি - সামান্য লোক

আ

- ১৭. আমগন্ধি – কাঁচাগন্ধযুক্ত
- ১৮. আমি-আমি করা- আত্মপ্রশংসা করা
- ১৯. আয়োসুয়ো – সধবা স্ত্রীলোকের দল
- ২০. আর আর- অন্যান্য
- ২১. আলেয়ার আলো - দুর্লভ বস্তু
- ২২. আহ্লাদে ফুটকড়াই – হেসে কুটিকুটি
- ২৩. আঁকুপাঁকু করা – ছটফটানি
- ২৪. আঁচল ধরে বেড়ানো – ব্যক্তিত্বহীন

আ

- ২৫. আকাট মূর্খ – নিরেট বোকা
- ২৬. আকাশ থেকে পড়া – অপ্রত্যাশিত
- 27. আকাশ-পাতাল – বিশাল ব্যবধান
- ২৮. আকাশেরচাঁদ – দুর্লভ বস্তু
- ২৯. আক্কেল গুড়ুম – হতবুদ্ধি হওয়া
- ৩০. আগুনে ঘি ঢালা - রাগ বাড়ানো
- ৩১. আক্কেল সেলামি - ভুলের মাশুল
- ৩২. আহ্লাদি/ আহ্লাদে পুতুল – আদুরে অকর্মণ্য

আ

- আকাশ কুসুম – অসম্ভব কল্পনা
- আঙুল ফুলে কলাগাছ – হঠাৎ বড়ো লোক
- আমতা আমতা করা – ইতস্তত করা, দ্বিধা করা
- আকাশে তোলা – অতিরিক্ত প্রশংসা করা
- আঁতে ঘা – প্রাণে আঘাত
- আদিখ্যেতা – ন্যাকামি
- আনাড়ি – অপটু, অনভিজ্ঞ
- আঁটকুড়ো – নিঃসন্তান

ই

- ইন্দ্রপতন – বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু
- ইষ্টনাম জপা – স্রষ্টাকে স্মরণ
- ইতুনিদ কুঁড়ে – অলস
- ইঁচড়ে পাকা – অকালপক্ক
- ইলশে গুঁড়ি – গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি
- ইঁদুর কপালে – মন্দভাগ্য
- ইতর বিশেষ – প্রভেধ বা পার্থক্য
- ইদের চাঁদ – কাঙ্ক্ষিত বস্তু

উ

- উড়ো কথা – গুজব
- উড়নচণ্ডী – উচ্ছৃঙ্খল
- উকর-ধাকর – এলোপাথাড়ি
- উনিশ-বিশ – সামান্য পার্থক্য
- উজল পাজল - উথাল পাথাল
- উজানের কৈ- সহজ লভ্য
- উড়নপেকে – অপব্যয়ী

উ

- উপোসি ছারপোকা – অভাবগ্রস্ত লোক
- উলুখাগড়া – গুরুত্বহীন লোক
- উলুবনে মুক্তো ছড়ানো – বৃথা আয়োজন
- উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে – একের দোষ অপরের ওপর চাপনো
- উড়ো চিঠি – বেনামি পত্র
- উড়ে এসে জুড়ে বসা অকস্মাৎ আবির্ভাব

ঊ

- ঊনকোটি চৌষট্টি - প্রায় সম্পূর্ণ
- ঊনো বর্ষা দুনো শীত – যে বছর বৃষ্টি কম হয়, সে বছর শীত বেশি পড়ে
- ঊর্মিমালী - সমুদ্র

এ

- এত্তায় গণ্ডায় - গোঁজামিল দেওয়া
- এক লহমার এক মুহূর্তে
- এলেবেলে নিকৃষ্ট
- এক ডাকের পথ – কাছাকাছি
- এককে একুশ করা- অযথা বাড়ানো
- এক গোয়ালের গোরু – এক শ্রেণিভুক্ত
- এক হাত লওয়া – জব্দ করা
- এক চোখো – পক্ষপাতদুষ্ট

এ

- এক ছাঁচে ঢালা – সাদৃশ্য
- একাদশে বৃহস্পতি – সৌভাগ্য
- এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো – এক দলভুক্ত
- এক বনে দুই বাঘ – প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী
- এক কথার মানুষ – দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি
- এক যাত্রায় পৃথক ফল – একই কাজের ভিন্ন প্রাপ্তি
- এসপার ওসপার- মীমাংসা

ও

- ওলা-ওঠা প্রতি ঘরে – মহামারি
- ওষুধ করা – বশ করা বা গুণ করা
- ওষুধ পড়া – সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া
- ওঝার ঘাড়ে ভূত – বিপদগ্রস্ত কাণ্ডারি

ক

- কতশত- অসংখ্যা
- কথার ফুলঝুরি – বাকপটুতা
- কানি খাওয়া – পক্ষপাতিত্ব
- ক-অক্ষর গোমাংস - সম্পূর্ণ মূর্খ
- কলমির ঝাড় – বংশে বহু লোক
- কচু পোড়া – অখাদ্য
- কচ্ছপের কামড় - যা সহজে ছাড়ে না
- কড়ার ভিখারি – দীন বা দরিদ্র

ক

- কড়ি কপালে- ভাগ্যবান
- কড়িকাঠ গোনা – কাজ না করে কালহরণ
- কথার মানুষ – কথা ঠিক রাখে এমন
- কপাল ঠুকে লাগা - প্রত্যয় নিয়ে কাজে লাগা
- করে খাওয়া – জীবিকার উপায় পাওয়ার
- কটু কাটব্য – তিরস্কার
- কপোল-কল্পনা – মনগড়া কথা
- করাতের দাঁত –উভয়-সংকট

ক

- কলির সন্ধ্যা – দুর্দিনের সূত্রপাত
- কলমি কাপ্তেন – দরিদ্র কিন্তু বিলাসী
- কলমের খোঁচা – অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ
- কমলি ছাড়ে না – নাছোড়বান্দার পাল্লায় পড়া
- কানখড়া - যার কান খুব সজাগ
- কাগুজে বাঘ – মিথ্যা জুজু
- কাজের থই- কাজের সীমা
- কায়দা হওয়া- বশে আসা

ক

- কার্তিকে ঝড়- অসময়ের ঝড়
- কাভূষণ্ডি – দীর্ঘায়ু ব্যক্তি
- কাট-গোঁয়ার – অত্যন্ত একগুঁয়ে
- কাটনার কড়ি - উপার্জন সামান্য
- কানু ছাড়া গীত নাই – একমাত্র অবলম্বন
- কাবুতে পাওয়া – বাগে পাওয়ার
- কালাপানি পার – দ্বীপান্তরে যাওয়া
- কাঁজি ভক্ষণ নামে গোয়ালা - হতভাগ্য

ক

- কাঁঠালের আমসত্ত্ব – অলীক বস্তু
- কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে – আহতকে আরও আঘাত দেওয়া
- কানাগোরুর ভিন্ন পথ – অস্থানে সুনির্দেশনা
- কায়েতের ঘরের ঢেঁকি – অপদার্থ লোক
- কিপটের জাসু – অত্যন্ত কৃপণ
- কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড – তুমুল হট্টগোল
- কিম্ভূতকিমাকার – অদ্ভুত ও কৃৎসিত
- কিল খেয়ে কিল হজম – অপমান গোপন করা

ক

- কুচো বাসন – ছোটোখাটো থালাবাটি
- কুঁজড়ে পনা - ঝগড়াটে স্বভাব
- কুবেরের ভাণ্ডার - অফুরন্ত ঐশ্বর্য
- কুমড়ো কাটা বট ঠাকুর - অকর্মণ্য লোক
- কুমিরের সান্নিপাত – অসম্ভব ব্যাপার
- কুলোপানা চক্কর - সারহীন আড়ম্বর
- কেঁচে যাওয়া- পণ্ড হয়ে যাওয়া
- কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরনো - তুচ্ছ ব্যাপার থেকে গুরুতর ব্যাপার প্রকাশ

ক

- কেতাদুরস্ত – বিলাসী, ফ্যাশনবাগীশ বা পরিপাটি
- কেস কেরোসিন – ব্যাপার গুরুতর
- কেল্লাফতে – জয়লাভ
- কেঁচে গণ্ডূষ – গোড়া থেকে শুরু
- কলুর বলদ - একটানা খাটুনি
- কপাল ফেরা - সৌভাগ্য লাভ
- কত ধানে কত চাল- হিসেব করে চলা
- কড়ায় গণ্ডায়- সম্পূর্ণ, পুরোপুরি

ক

- কাঁচা পয়সা – নগদ উপার্জন
- কূপমণ্ডুক – ঘরকুনো/সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন
- কথায় চিঁড়ে ভেজা – ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন
- কেউ কেটা – সামান্য
- কচু বনের কালাচাঁদ – অপদার্থ
- কংস মামা – নির্মম আত্মীয়
- কেবলা হাকিম – অনভিজ্ঞ
- কলা দেখানো – ফাঁকি দেয়া

ক

- কুম্ভীরাশ্রু – মায়াকান্না, কপট অশ্রু
- কুম্ভকর্ণের নিদ্রা – দীর্ঘদিনের আলস্য বা গভীর ঘুম
- কেষ্ট-বিষ্ট – বিশিষ্ট ব্যক্তি
- কাষ্ঠ হাসি – কপট হাসি
- কাকস্নান – অসম্পূর্ণ গোসল
- কালনেমির লঙ্কাভাগ – শুরুর আগেই ফল প্রাপ্তির লোভ

খ

- খেউর গাওয়া – গালাগালি করা
- খ্যাংরাকাঠি – বিসদৃশরকম রোগা বা ঝাঁটার কাঠির মতো সরু
- খামকাজ – ভুল কাজ
- খুদে রাক্ষস – পেটুক মানুষ
- খুরে খুরে দণ্ডবৎ – হার স্বীকার
- খেজুরে আলাপ - অকাজের কথা
- খেরো খাতা – হিসাবের খাতা
- খোদার উপর খোদকারি – অসংগত হস্তক্ষেপ

খ

- খোল নলচে বদলানো – আমূল পরিবর্তন করা
- খাতির জমা – নিরুদ্বিগ্ন
- খিচুরি পাকানো – জটিল করা
- খণ্ডকপাল – দুর্ভাগ্য
- খণ্ডপ্রলয় – তুমুলকাণ্ড, ভীষণ ব্যাপার
- খোদার খাসি – হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি
- খাবি খাওয়া – ছটফট করা

গ

- গঙ্গা পাওয়া- মারা যাওয়া
- গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ – শক্তিধর দুই পক্ষের লড়াই
- গোডিমওয়ালা শিশু – দুধের বাচ্চা
- গয়ংগচ্ছ – ঢিলেমি
- গলবস্ত্র হওয়া – বিনীতভাবে অনুরোধ
- গরজ বড়ো বালাই - প্রয়োজনের গুরুত্ব
- গরিবের ঘোড়া রোগ - অবস্থার অতিরিক্ত অন্যায় ইচ্ছা

গ

- গোরু মেরে জুতো দান - বড়ো ক্ষতি করে সামান্য পূরণ
- গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো - পরের জিনিস পরকে সমার্পন
- গলায় পা দেওয়া – পীড়ন করা
- গা তোলা – ওঠা
- গায়ে কাঁটা দেয় – রোমাঞ্চ হওয়া বা ভয়ে শিউরে ওঠা
- গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল- শুরুর আগেই ফলাফলের প্রত্যাশা
- গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো – আরামে সময় কাটানো

গ

- গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া - আশা দিয়ে পরে নিরাশ করা
- গায়ে ফু দিয়ে বেড়ানো - আরামে সময় কাটানো
- গোড়ায় গলদ – প্রথমেই ত্রুটি
- গোবর গণেশ – অকর্মণ্য
- গোদের উপর বিষফোঁড়া – যন্ত্রণার উপর আরও যন্ত্রণা
- গুরুচণ্ডালী – উঁচু-নিচুর সহাবস্থান
- গুড়ে বালি - আশায় নৈরাশ্য

গ

- গর্দভরাগিণী – কর্কশ সুর
- গো-মূর্খ – নিরেট মূর্খ বা বর্ণজ্ঞানহীন
- গোঁয়ার গোবিন্দ – কাণ্ডজ্ঞানহীন
- গৌরীসেনের টাকা – অফুরন্ত অর্থ
- গো-বৈদ্য – হাতুড়ে
- গণ্ডগ্রাম – বড়োগ্রাম, অজপাড়াগাঁ

চ

- চটকের মাংস সামান্য জিনিস
- চড়কগাছ – অত্যন্ত দীর্ঘকায়
- চশমখোর - সম্পূর্ণ বেহায়া
- চাঁদ-কপালে – ভাগ্যবান
- চতুর্ভুজ হওয়া – উৎফুল্ল হওয়া
- চোখের চামড়া/পর্দা - চক্ষুলজ্জা
- চোখের বালি – চক্ষুশূল
- চক্ষের পুতলি – আদরের ধন

চ

- চড়ুই পাখির প্রাণ – ক্ষীণজীবী লোক
- চিনির পুতুল – শ্রমকাতুরে
- চর্বিত চর্বণ – পুনরাবৃত্তি
- চাচা আপন প্রাণ বাঁচা – স্বার্থপর
- চিনির বলদ – ভারবাহী
- চক্ষু চড়কগাছ – আশ্চর্যান্বিত হওয়া
- চৌদ্দবুড়ি – প্রচুর
- চুনোপুঁটি – সামান্য লোক

চ

- চোখ কপালে তোলা – বিস্মিত হওয়া
- চোখ নাচা - শুভাশুভের লক্ষণ
- চুলের টিকি না দেখা যাওয়া – অদর্শন হওয়া
- চেটেনেটে – কমবয়সী বধূ
- চোখে সরষে ফুল দেখা – বিপদে দিশাহারা হয়ে পড়া
- চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন – নিঃসন্দেহ হওয়া
- চড় মেরে গড় করা – আগে অপমান করে শেষে সম্মান

চ

- চাপান-উতোর - পারস্পরিক সন্দেহ
- চিত্রগুপ্তের খাতা – যে খাতায় সবকিছু পাওয়া যায়
- চোরা রাত চুরি করার পক্ষে প্রশস্ত
- চাঁদের হাট – আত্মীয় সমাগম
- চিচিং ফাঁক – গোপন রহস্যের প্রকাশ
- চোখে ধুলা দেওয়া – ঠকানো
- চিনে জোঁক – নাছোড়বান্দা

ছ

- ছাগল টাঙানো – লম্বা জায়গা নেওয়া
- ছাঁদনাতলা – বিবাহের মণ্ডপ
- ছামনি নাড়া – দৃষ্টি বিনিময়
- ছারেখারে যাওয়া- ধ্বংস হওয়া
- ছুঁচোর কেত্তন – অবিরাম কলহ
- ছাই চাপা আগুন – অপ্রকাশিত প্রতিভা
- ছেলের হাতের মোয়া - সামান্য বস্তু
- ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা – সামান্য স্বার্থে দুর্নাম অর্জন

ছ

- ছক্কা পাঞ্জা করা- বড়ো বড়ো কথা বলা
- ছিঁচ কাঁদুনে – অল্পেই কাঁদে এমন
- ছা-পোষা- পোষ্য ভারাক্রান্ত / অত্যন্ত গরিব
- ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো- সামান্যের বিশেষ প্রয়োজন
- ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা- পরকে আপন করার চেষ্টা করা
- ছ কড়া ন কড়া - অপচয়/ অবহেলা করা
- ছয়কে নয় নয়কে ছয় - অপচয় করা
- ছাতা দিয়ে মাথা রাখা- বিপদে সাহায্য করা
- ছিনিমিনি খেলা- নষ্ট করা

জ

- জবড়জং- এলোমেলো
- জলভাত – সহজসাধ্য
- জলযোগ - হালকা খাবার
- জলপান - হালকা খাবার
- জলপানি – বৃত্তি
- জগ দেওয়া – ঠকানো
- জলগ্রহণ না করা – সম্পর্ক না রাখা
- জলের দাগ – ক্ষণস্থায়ী

জ

- জামাই-আদর – প্রচুর আদর-যত্ন
- জিগির তোলা – ধ্বনি দেওয়া
- জিয়ন্তে-মারা – জীবন্মত
- জোড়ের পায়রা – ঘনিষ্ঠ বন্ধু
- জিলাপির প্যাচ – কূটবুদ্ধি
- জাহান্নামে যাওয়া – উচ্ছন্নে যাওয়া
- জলাঞ্জলি দেওয়া – বিসর্জন দেওয়া
- জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ – ছোটোবড় সব কাজ
- জলে কুমির ডাঙায় বাঘ – উভয় সংকট

ঝ

- ঝাঁকি দর্শন – ক্ষণিকের জন্য দেখা
- ঝাড়েবংশে – সবশুদ্ধ
- ঝাঁকের কৈ – এক দলভুক্ত
- ঝালে ঝোলে অম্বলে - সর্বত্র বিরাজিত
- ঝড়ো কাক – বিপর্যস্ত
- ঝড়তি-পড়তি – ছোটোখাটো অংশ

ঝ

- ঝিঙেফুল ফোটা – আয়ু ফুরিয়ে আসা
- ঝোলের লাউ অম্বলের কদু – সব পক্ষের মন জুগিয়ে চলা
- ঝোলে অম্বলে এক করা – মিশিয়ে ফেলা
- ঝরাপাতা – জীর্ণশীর্ণ লোক
- ঝিকে মেরে বউকে শেখানো- একজনের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষাদান
- ঝোপ বুঝে কোপ মারা – সুযোগ মতো কাজ করা

ট

- টুলো পণ্ডিত – পুথিগত বিদ্যাসাগর
- টই টম্বুর – কানায় কানায় পূর্ণ
- টাকার আণ্ডিল – বিপুল টাকার মালিক
- টাকার কুমির- ধনী ব্যক্তি
- টাকাটা সিকিটা – খুব সামান্য টাকা
- টুপ ভুজঙ্গ – নেশায় বিভোর

ট

- টেণ্ডাই-মেণ্ডাই – আস্ফালন
- টানা পোড়েন – বিরক্তিকর যাতায়াত
- ঢেঁকে গোঁজা – আত্মসাৎ করা
- টুপি পরানো - খোসামোদ করা বা বোকা বানানো
- টাল সামলানো – বিপদ হতে মুক্তি
- টীকা ভাষ্য – দীর্ঘ আলোচনা

ঠ

- ঠুঁটো জগন্নাথ - অকর্মণ্য
- ঠোলাপাতি – বনভোজন
- ঠক বাছতে গাঁ উজাড় – পরিণামে শূন্য লাভ
- ঠারে ঠারে – ইঙ্গিতে
- ঠান্ডা লড়াই – গোপনে বিরোধিতা
- ঠোঁট কাটা – স্পষ্টভাষী
- ঠেকা মেয়ে – চিরকুমারী
- ঠাঁট বজায় রাখা – অভাব চাপা রাখা

ড

- ডানাকাটা পরি – ব্যঙ্গার্থে বা পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক
- ডিমে রোগা – চির-রুগণ
- ডান হাতের ব্যাপার – খাওয়া
- ডামাডোল – গোলযোগ
- ডকে ওঠা – নষ্ট হওয়া
- ডুবে ডুবে জল খাওয়া – গোপনে কাজ করা
- ডাইনির কোলে ছেলে সঁপা- ভক্ষককেই রক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া
- ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না- আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি

ঢ

- ঢেঁটরা পেটা – ব্যাপক প্রচার
- ঢক্কা-নিনাদ – উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা
- ঢাক গুড় গুড় – লুকোচুরি
- ঢাকে কাঠি পড়া – উৎসব অনুষ্ঠানের সূচনা হওয়া
- ঢেঁকি অবতার - নির্বোধ লোক
- ঢেরা সই - নিরক্ষর লোকের সই
- ঢেঁকি না কুলো, না ঢেঁকি না কুলো – অন্নসংস্থানের উপায় না থাকা
- ঢেউগোনা – অকাজে সময় নষ্ট
- ঢেঁকির কুমির – অপদার্থ
- ঢি ঢি পড়া – কলঙ্ক

ত

- তয়নাত করা - স্থির করা
- তেল-কাজলা – চকচকে
- ত-খরচ - বাজে খরচা
- তক্কে তক্কে থাকা – গোপনে সতর্ক থাকা
- তালগাছের আড়াই হাত – শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ
- তাল পাতার সেপাই – ক্ষীণজীবী
- তাসের ঘর - ক্ষণস্থায়ী ঘর

ত

- তামার বিষ – অর্থের কুপ্রভাব
- তারে নাচন - দুরবস্থার একশেষ
- তেল-নুন-লকড়ি – মৌলিক প্রয়োজন
- তীর্থের কাক – প্রতীক্ষারত
- তিন মাথা এক হওয়া – খুব বৃদ্ধ হওয়া
- ত্রিশঙ্কু অবস্থা – মধ্যাবস্থা
- তিনঠেঙে – নাজেহাল অবস্থা

ত

- তুষের আগুন – দীর্ঘস্থায়ী মানসিক যন্ত্রণা
- তুলসী বনের বাঘ – সুবেশে দুর্বৃত্ত
- তালকানা - বেতাল হওয়া
- তুবড়ি ছোটা – বেশি কথা বলা
- তোলা হাঁড়ি – গম্ভীর

থ

- থুরে দেওয়া – জব্দ করা
- থ হওয়া – স্তম্ভিত হওয়া
- থ পাতা – স্থায়ীভাবে কিছু করা
- থোড়াই কেয়ার করা - গ্রাহ্য না করা
- থরহরি কম্প – ভয়ে প্রচণ্ড কাঁপা

দ

- দক্ষযজ্ঞ - ব্যাপক আয়োজন
- দানোয় পাওয়া - ভূতে পাওয়া
- দিগ্‌ধেড়েঙ্গা – বেমানান রকমের লম্বা
- দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার – ভোজন
- দড়ি-কলসি – আত্মহত্যার উপায়
- দফা নিকেশ – সমূহ সর্বনাশ
- দহলা-নহলা করা - ইতস্তত করা

দ

- দহরম-মহরম – অন্তরঙ্গতা
- দা-কুমড়ো সম্বন্ধ – শত্রুতা
- দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা - অনাহারে থাকা
- দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ - অনুকরণের হাস্যকর চেষ্টা
- দুধে ভাতে থাকা – সুখে থাকা
- দেঁতো হাসি – কৃত্রিম হাসি বা লোক দেখানো অলীক হাসি
- দুধ-ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা - অপব্যয়

দ

- দোজবরে – দ্বিতীয়বার যে ছেলে বিয়ে করতে চায়
- দুধের সাধ ঘোলে মিটানো – ভালোর অভাব মন্দ দিয়ে পূরণ
- দিন ফুরানো - আয়ু শেষ
- দুধের মাছি - সুসময়ে বন্ধু
- দু নৌকায় পা – উভয় সংকট
- দক্ষিণার জোরে - টাকা পয়সা দিয়ে

ধ

- ধোয়া তুলসীপাতা – নির্দোষ
- ধুয়ো তোলা – অজুহাত বের করা
- ধর্মের কল – সত্য
- ধর্ম যুধিষ্ঠির – ধার্মিক
- ধরতাই বুলি – চালু কথা
- ধড়া-চূড়া – সাজগোজ
- ধামাধরা – তোষামোদকারী
- ধেয়ে নাচনি – ধিঙ্গি মেয়ে

ধ

- ধোপা নাপিত বন্ধ করা - একঘরে করা
- ধোপার গাধা – পরের জন্য খাটা
- ধড়ে প্রাণ আসা — বিপদ থেকে উদ্ধার
- ধরাকে সরা জ্ঞান করা – অহংকারে সব কিছুকে তুচ্ছ মনে করা
- ধান ভানতে শিবের গীত – অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতরণা
- ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা – নামমাত্র খরচ
- ধনুক-ভাঙা পণ – সুকঠিন প্রতিজ্ঞা
- ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির – ধার্মিক
- ধরি মাছ নাই ছুঁই পানি – কৌশলে কার্যোদ্ধার

ন

- নাড়াবুনে – মূর্খ
- নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা - নিজের অনিষ্ঠ করেও পরের ব্যাপক ক্ষতি করা
- নবমী দশা – মূর্ছা
- নমাসে-ছমাসে – কালে-ভদ্রে
- নয়-দুয়ারি (ন-দুয়ারি) – দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে এমন
- নরক গুলজার - অনেকে জুটে সরগরম
- নাচতে নেমে ঘোমটা – বৃথা লজ্জা

ন

- নারদের ঢেঁকি – বিবাদের বিষয়
- নিজের ঢাক নিজে পেটানো – আত্মপ্রকাশ
- নুড়ো জ্বেলে দেওয়া – মৃত্যু কামনা করা
- নোলা বাড়ানো – লোভ করা
- নকড়া ছকড়া করা – হেলা ফেলা করা
- নগদ নারায়ণ – নগদ অর্থ
- নজর দেওয়া – কুদৃষ্টি

ন

- ননীর পুতুল – সহজে কাতর, আদুরে দুলাল
- নয় ছয় – অপব্যয়
- নিজের চরকায় তেল দেওয়া - নিজের কাজে মন দেওয়া
- নেই আঁকড়া – একগুঁয়ে স্বভাবের
- নিমরাজি – আংশিক স্বীকার করা

প

- পড়ে-পাওয়া চোদ্দো আনা – বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত
- পয়লানম্বর - অতি চমৎকার
- পই-পই করে - বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া
- পরঘড়ি পান্তামারি - হাড়হাভাতে লোক
- পর্বতের মূষিক প্রসব – বিরাট সম্ভাবনার সামান্য প্রাপ্তি
- পশ্চিমদিকে সূর্য ওঠা – অসম্ভব ব্যাপার
- পায়ে রাখা - আশ্রয় দেওয়া
- পাকে-প্রকারে – কলে-কৌশলে

প

- পাণ্ডব বর্জিত - সভ্য লোকের বাসের অযোগ্য
- পাথরে পাঁচ কিল – অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন
- পান থেকে চুন খসা – সামান্য ত্রুটি হওয়া
- পান্তা ভাতে ঘি –অপব্যবহার
- পায়াভারি – অহংকার
- পাষাণ ভাঙা – দাঁড়িপাল্লায় ফের ভাঙা
- পিঁপড়ের পেট টেপা – অত্যধিক হিসাব করে চলা
- পুঁটিমাছের প্রাণ – ক্ষীণজীবী লোক

প

- পুথি বাড়ানো – ফেনিয়ে বর্ণনা করা
- পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা – অপ্রীতিকর আলোচনা
- পঞ্চমুখ হওয়া – অতিরিক্ত কথা বলা
- পটের বিবি – সুসজ্জিত
- পত্রপাঠ - তৎক্ষণাৎ
- পালের গোদা – দলপতি
- পগারপার - পালানো

ফ

- ফেকলু পার্টি – কদরহীন লোক
- ফোপর-দালাল – উপযাচক হয়ে অন্যের ব্যাপারে কথা বলা
- ফোতো নবাব –সম্বলহীনের বড়োলোকিভাব
- ফুটিফাটা – চৌচির
- ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া - সামান্য পরিশ্রমে কাতর
- ফোঁস মনসা – ক্রোধী লোক

ব

- বাস্তুঘুঘু – অতি ধূর্ত লোক
- বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা – বিপদের ঝুঁকি নেওয়া
- বিন্দু বিসর্গ – সামান্য অংশ
- বউ-কাঁটকি – যে শাশুড়ি পুত্রবধূকে যন্ত্রণা দেয়
- বক দেখানো – অশোভনভাবে বিদ্রুপ করা
- বচনবাগীশ – কথায় পটু
- বয়সের গাছ-পাথর না থাকা — অত্যন্ত বৃদ্ধ
- বইয়ের পোকা – পড়ুয়া

ব

- বর্ণচোরা আম – বহিরঙ্গ একমাত্র পরিচয় নয়/কপট ব্যক্তি
- বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়া – ক্ষমতা প্রদর্শন
- বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো – সরল লোককে প্রতারণা
- বাড়া ভাতে ছাই দেওয়া - সফল হওয়ার মুখে বাধা
- বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া - অসম্ভব কিছু পাবার চেষ্টা
- বামনের গোরু – যে অল্প পারিশ্রমিকে বেশি কাজ করে
- বারো সতেরো – খুঁটিনাটি
- বারো মাস ত্রিশ দিন – প্রতিদিন

ব

- বারো মাসে তেরো পার্বণ – উৎসবের আধিক্য
- বালির বাঁধ – ক্ষণস্থায়ী
- বাহাত্তরে ধরা - বুড়ো বয়সে মতিচ্ছন্ন হওয়া
- বিড়ালের আড়াই পা - ক্ষণস্থায়ী রাগ বা বেহায়া
- বিনা মেঘে বজ্রপাত – অপ্রত্যাশিত বিপদ
- বিরাশি সিক্কা ওজন - বিপুল ওজন
- বুড়ি ছোঁয়া - নামমাত্র নিয়ম পালন
- বুড়ো বয়সে চূড়াকরণ – খোকামি

ব

- বুদ্ধির ঢেঁকি – নির্বোধ লোক
- বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো - অপাত্রে মূল্যবান জিনিস দান করা
- বোঝার উপর শাকের আঁটি – অতিরিক্তের অতিরিক্ত
- ব্যাঙের আধুলি – সামান্য পুঁজি হলেও যা গর্বের
- ব্যাঙের লাথি - নগণ্য লোকের দ্বারা অপমান
- বগল বাজানো - আনন্দ প্রকাশ করা
- বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো - বাইরে আড়ম্বর ভেতরে শূন্যতা
- বয়ে যাওয়া - নষ্ট হওয়া
- বসন্তের কোকিল – সুদিনের বন্ধু

ভ

- ভূতের মুখে রাম নাম - স্বপ্রকৃতি বিরুদ্ধকর্ম
- ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকা – ভয়ে জড়সড় হওয়া
- ভাঁড়ে মা ভবানী - একেবারে দরিদ্র
- ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া – উস্কানি দেয়া
- ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা – অনড় সংকল্প
- ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ - অপচয়জনক ব্যাপার
- ভালুক জ্বর – এই আসে, এই যায় (ক্ষণস্থায়ী)

ভ

- ভাদ্র মাসের তাল – প্রচণ্ড কিল
- ভিটের ঘুঘু চরানো – সর্বস্বান্ত করা
- ভূত ঝাড়া – নির্দয়ভাবে প্রহার বা গালি দেওয়া
- ভূতের বেগার খাটা – নিষ্ফল পরিশ্রম করা
- ভরাডুবি – সর্বনাশ
- ভেরেন্ডা ভাজা – অকাজে সময় নষ্ট করা
- ভুঁইফোড় – নতুন আগমন

ম

- মুখে ফুল-চন্দন পড়া – ভবিষ্যদ্বানী বাস্তবায়িত হওয়ার কামনা
- মামদোবাজি – প্রতারণা
- ম-ম করা - সুগন্ধে ভরে যাওয়া
- মকশো করা – অভ্যাস করা
- মণিহারা ফণী – প্রিয়জনের জন্য অস্থির লোক
- মন উচাটন হওয়া – অস্থির হওয়া
- মশা মারতে কামান দাগা - সামান্য কাজে বিরাট আয়োজন
- ময়ূর ছাড়া কার্তিক –রূপবান পুরুষ

ম

- মহাভারত অশুদ্ধ - বড়ো রকমের অপরাধ
- মাছের তেলে মাছ ভাজা – পরের মাধ্যমে কার্যোদ্ধার
- মাছের মায়ের পুত্রশোক – লোক-দেখানো শোক
- মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া – আকস্মিক বিপদ
- মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল – ভীষণ বিপদে অস্থির অবস্থা
- মানের গুড়ে বালি – সম্মানহানি
- মিছরির ছুরি – মুখে মধু অন্তরে বিষ
- মেঘ না চাইতে জল – আশাতীত ফল

ম

- মেঘে মেঘে বেলা হওয়া – বয়স বাড়া
- মৌতাত চড়ানো – নেশা করা
- মগের মুল্লুক – অরাজক দেশ
- মড়াকান্না – উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ
- মড়ার ওপর খাড়ার ঘা - বিপন্ন লোকের উপর অত্যাচার
- মাকাল ফল – অন্তঃসারশূন্য
- ম্যাও ধরা – দায়িত্ব নেওয়া
- মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত – সীমাবদ্ধতা

য

- যখন-তখন অবস্থা – মুমূর্ষু অবস্থা
- যণ্ডরে কই – বেঢপ/স্ফীত মস্তক শীর্ণ দেহী
- যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন - খুব সামান্য তফাত
- যক্ষের ধন – কৃপণের ধন
- যমের অরুচি – যে সহজে মরে না
- যম যন্ত্রণা – খুব কষ্ট
- যমের দোসর – নিষ্ঠুর ব্যক্তি
- যমের ভুল – যার মরণ হয় না

র

- রথ দেখা কলা বেচা – উভয়কর্ম সাধন
- রাম ভজি কি রহিম ভজি – উভয় সংকট
- রক্তের অক্ষরে লেখা - সংগ্রামের কাহিনি
- রগচটা – অল্পেই রাগ
- রাঙা শুক্রবার - কোনো দিনই নয়
- না রাম না গঙ্গা – ভালো মন্দ কিছুই না
- রাম রাজত্ব - শান্তি শৃঙ্খলাযুক্ত রাজ্য

র

- রামগরুড়ের ছানা - গোমড়ামুখো লোক
- রুই-কাতলা - প্রতিপত্তিশালী লোকজন
- রাই কুড়িয়ে বেল - ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বৃহৎ
- রাঘব বোয়াল - সর্বগ্রাসী ব্যক্তি
- রাঙা মুলো - প্রিয়দর্শন কিন্তু গুণহীন
- রাজা উজির মারা - আড়ম্বরপূর্ণ গালগল্প/ নিজেকে জাহির করা
- রাবণের গোষ্ঠী - বড়ো পরিবার

ল

- লবেজান করা – নাজেহাল করা
- লক্কা পায়রা - ফুল বাবু
- লঘুপাপে গুরুদণ্ড – সামান্য অপরাধে গুরুতর শাস্তি
- লোটাকম্বল - সামান্য সংগতি
- লোহার কার্তিক – কালো কুৎসিত লোক
- লগনচাঁদা – অত্যন্ত ভাগ্যবান
- লেজে গোবরে করা – বিশৃঙ্খলা করা
- লেজে পা পড়া – স্বার্থহানি হওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

শ

- শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল – অসৎ লোকের অসৎ বন্ধু
- শুম্ভ-নিশুম্বের যুদ্ধ – ভীষণ লড়াই
- শবরীর প্রতীক্ষা – দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা
- শালগ্রামের শোয়া বসা – নির্বিকার লোকের মনের অবস্থা
- শিয়রে শমন - মৃত্যু আসন্ন
- শিয়ালের যুক্তি – অসম্ভব যুক্তি
- শিরে সংক্রান্তি - সামনেই বিপদ
- শুঁড় বার করা - লোভ করা

শ

- শুয়োরের গোঁ – ভয়ানক
- শ্মশান বৈরাগ্য - সাময়িক বৈরাগ্য
- শ্যাম রাখি না কুল রাখি - উভয়সংকট
- শকুনি মামা – অনিষ্টকর আত্মীয়
- শনির দশা – দুঃসময়
- শাক দিয়ে মাছ ঢাকা – দোষ গোপনের বৃথা চেষ্টা
- শ্রীঘর –জেলখানা
- শিকায় তোলা – স্থগিত

ষ

- ষত্ব ণত্ব জ্ঞান – কাণ্ডজ্ঞান
- ষোলো কড়াই কানা – সম্পূর্ণ বিনষ্ট বা সব ত্রুটিপূর্ণ
- ষাটের কোলে - অধিক বয়স

স

- সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাপ - চরম অমনোযোগ ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়
- সবেধন নীলমণি – একমাত্র সম্পদ
- সপ্তমে চড়া – প্রচণ্ড উত্তেজনা
- সবুরে মেওয়া – ধৈর্যে সুফল
- সাজ করতে দোল ফুরানো – প্রস্তুতির জন্য অত্যধিক সময় নেওয়া
- সাপের ছুঁচো গেলা – উভয়সংকটে পড়া
- সাতকাহন – প্রচুর পরিমাণ

স

- সাপের পাঁচ পা দেখা – অহংকারের বাড়াবাড়ি
- সুখে থাকতে ভূতে কিলানো – অকারণে দুঃখ ডেকে আনা
- সুখের পায়রা - সুসময়ের বন্ধু
- সুলুক-সন্ধান - খোঁজখবর
- সোনার কাঠি রুপোর কাঠি - বাঁচামরার উপায়
- সোনার পাথর বাটি - অলীক বস্তু
- স্বর্গে বাতি দেওয়া - বংশ রক্ষা করা

স

- সাক্ষী গোপাল - ব্যক্তিত্বহীন নিষ্ক্রিয় দর্শক
- সাত খুন মাফ - অত্যধিক প্রশ্রয়
- সাত সতের - বিচিত্র রকমের জিনিসপত্র
- সোনায় সোহাগা - সুন্দর মিল
- সের দরে - নামমাত্র মূল্যে/সস্তায়

হ

- হরিষে বিষাদ - আনন্দের মধ্যে হঠাৎ দুঃখ
- হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা – সুযোগ নষ্ট করা
- হরিহর আত্মা - অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব
- হলুদের গুঁড়ো – সমস্ত ব্যাপারে যে উপস্থিত
- হাটে হাঁড়ি ভাঙা - গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া
- হাড়ে মাসে জ্বালানো - - অত্যন্ত উত্ত্যক্ত করা
- হাড়ে বাতাস লাগা - স্বস্তি পাওয়ার
- হাতে আকাশ পাওয়া – অভাবিতভাবে কিছু লাভ

হ

- হাতে পাঁজি মঙ্গলবার - অনুমান নিরর্থক
- হাতির গলায় ঘণ্টা – বয়স্ক বরের বালিকা বধূ
- হুঁকো-নাপিত বন্ধ করা – সমাজচ্যুত করা
- হচ্ছে হবে - দীর্ঘসূত্রিতা
- হদিস পাওয়া – সঠিক সংবাদ পাওয়ার
- হরি ঘোষের গোয়াল – বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ
- হরিলুট – অপচয়
- হস্তিমূর্খ – ভীষণ বোকা

হ

- হাঁটুর বয়স - নিতান্ত শিশু
- হেস্তনেস্ত –মীমাংসা
- হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা – হেলায় সুযোগ নষ্ট করা
- হাতে খড়ি – শিক্ষার সূচনা
- হাপিত্যেশ – ব্যাকুল কামনা
- হা-ঘরে - গৃহহীন
- হাতটান – চুরির অভ্যাস
- হাড় হাভাতে – হতভাগ্য
- হালে পানি পাওয়া – সুবিধা করা